ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে হাসিনার রায়: সালাহউদ্দিন আহমেদ

সংগৃহীত ছবি

গত বছরের জুলাই–আগস্টের ছাত্র–গণঅভ্যুত্থান দমন অভিযানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল–১।

বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্য বিশিষ্ট ট্রাইব্যুনাল ১৭ নভেম্বর ২০২৫ এই রায় ঘোষণা করে। ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য ছিলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ এবং বিচারক মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।

রায়ে বলা হয়, জুলাই–আগস্টের আন্দোলনের সময় “নাগরিকদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড, আটক, নির্যাতন ও রাষ্ট্রীয় বাহিনী ব্যবহার করে ব্যাপক দমন–পীড়ন পরিচালনা” মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

LENS ASIA

রায় ঘোষণার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন,

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রায়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার একটি দৃষ্টান্ত তৈরি হলো। অপরাধের মাত্রা বিবেচনায় শাস্তি যথেষ্ট কি না—সেটি বিতর্কের বিষয়; তবে এ রায় ভবিষ্যতে কোনো সরকার বা নেতা যেন স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিস্ট হয়ে না উঠতে পারে, তার একটি শক্ত বার্তা দেবে।

তিনি আরও বলেন, এই রায় প্রমাণ করল, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যত শক্তিশালীই হোক, ফ্যাসিবাদ যত গভীরভাবেই প্রতিষ্ঠিত হোক—একসময় আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতেই হয়।